

যে সিনেমা আসছে



যে সিনেমা আসছে



সম্মিলিতের বিশ্বদর্পণ

Applied for e-ISSN vide Application No. 76157 Dt. 22/06/2026, UDYAM-WB-11-0097957

প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় মাস, প্রথম সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩, শ্রাবণ ৮, ইংরিজি ২০২৬, জুলাই ২৩

চার জেলায় তরল সোনা অনুসন্ধানে ছাড়পত্র

২২ জুলাই : পশ্চিমবঙ্গের জ্বালানি ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়ে মুর্শিদাবাদ, পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া এবং উত্তর ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ এলাকায় তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা ওএনজিসি-কে অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য সরকার। ‘পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস রুলস, ২০২৫’-এর আওতায় দেওয়া এই অনুমোদনের ফলে রাজ্যে নতুন বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান এবং রয়্যালটি বাবদ আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব বর্ধমান এবং নদিয়া জুড়ে মোট ২,৮৭২.৬ বর্গকিলোমিটার এলাকায় অনুসন্ধান চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর প্রকল্প থেকেই প্রায় ১০৪ কোটি টাকার রাজস্ব আসতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

এর আগে রানাঘাট এবং কানকপুর সংলগ্ন এলাকায় প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান মিলেছিল। নতুন এই অনুসন্ধান প্রকল্প সেই সম্ভাবনাকে আরও জোরালো করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, পশ্চিমবঙ্গের ভূগর্ভস্থ হাইড্রোকার্বন সম্পদের সফল ব্যবহার নতুন শিল্প গড়ে তোলার পাশাপাশি জ্বালানি আমদানির উপর নির্ভরতা কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

রাজ্যের জ্বালানি অবকাঠামোকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি এই প্রকল্পগুলি সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে *দ্বিতীয় পাতায়*

রাজ্যে সপ্তম বেতন কমিশন

অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পুনর্নিয়োগে কড়াকড়ি করতে চলেছে সরকার

শিবাজী লাহিড়ী

২২ জুলাই : রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পূর্বে, সংকল্প পত্রে বিজেপির ঘোষণা ছিল, সরকারী কর্মীদের দেশের অন্য রাজ্যগুলির মতোই সপ্তম বেতন কমিশনের আওতায় আনা হবে। সেই মতো শপথগ্রহণের পরেই ক্যাবিনেট মিটিং-এ মন্ত্রীসভা সিদ্ধান্ত নেয়, বেতন কমিশনে বিশেষজ্ঞ কমিটি তৈরি করে দেওয়া হবে। এই কমিশন রাজ্য সরকারি কর্মীদের ক্ষেত্রে যাবতীয় অর্থনৈতিক অবস্থা খুঁটিয়ে দেখে সরকারকে সুপারিশ করবে। সেই কথা মেনেই বুধবার সপ্তম বেতন কমিশনের ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের অবসরপ্রাপ্ত সচিব অতনু চক্রবর্তীর নেতৃত্বে এই কমিশন কাজ শুরু করবে। কমিশনে থাকবেন সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চের সিনিয়র ফিলো, ড. পার্থ মুখোপাধ্যায়, আইআইএম কোলকাতার অর্থনীতির অধ্যাপক ড. পার্থপ্রতিম পাল। রাজ্য অর্থদপ্তরের সচিব দেবীপ্রসাদ করণমণ্ডলও কমিশনের সদস্য হিসেবে থাকবেন।

রাজ্য সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এই কমিশন সরকারি কর্মচারীদের বেতন, ভাতা এবং অন্যান্য আর্থিক সুবিধা পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করবে। কমিশনের আওতায় থাকবেন রাজ্য সরকারের অধীনস্থ কর্মচারী, বিভিন্ন বোর্ড, কর্পোরেশন, পুরসভা, পঞ্চায়েত, কমিশন ও সরকার-পোষিত সংস্থার কর্মীরা। তবে অল ইন্ডিয়া সার্ভিস, পশ্চিমবঙ্গ বিচার বিভাগীয় পরিষেবা এবং ইউজিসি, এআইসিটিই বা আইসিএআর বেতন কাঠামোর আওতাভুক্ত কর্মীরা এই কমিশনের বাইরে থাকবেন। কমিশন মহার্ঘ ভাতা, বিশেষ ভাতা, যাতায়াত ভাতা, পেনশন ও অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা খতিয়ে দেখবে। পাশাপাশি, পদোন্নতি নীতি, প্রশাসনিক দক্ষতা, কর্মসংস্কৃতি এবং কর্মজীবন ও ব্যক্তিগত জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখার বিষয়েও সুপারিশ করবে। সুপারিশ তৈরির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার, অন্যান্য রাজ্যের বেতন কাঠামো, রাজ্যের আর্থিক সামর্থ্য এবং অষ্টম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের সিদ্ধান্ত বিবেচনা করা

বেতন কমিশন কী কী করবে

■ রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধার পুনর্বিবেচনা করা হবে।

■ মহার্ঘ ভাতা (ডিএ), বিশেষ ভাতা, যাতায়াত ভাতা এবং অন্যান্য আর্থিক সুবিধা পর্যালোচনা করা হবে।

■ অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পেনশন ও অবসরকালীন সুবিধা পুনর্বিন্যাসের বিষয়টিও বিবেচনায় থাকবে।

■ পদোন্নতি নীতি, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং কর্মসংস্কার নিয়ে সুপারিশ করবে কমিশন।

■ কর্মজীবন ও ব্যক্তিগত জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখার বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হবে।

হবে বলে জানানো হয়েছে। কলকাতায় কমিশনের সদর দফতর হবে। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ছয় মাসের মধ্যে কমিশনকে তাদের সুপারিশ জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে কমিশন অন্তর্বর্তী রিপোর্টও জমা দিতে পারবে। রাজ্য সরকার আশা প্রকাশ করেছে যে, কর্মচারী সংগঠন ও সংশ্লিষ্ট সমস্ত প্রতিষ্ঠান কমিশনের কাজে পূর্ণ সহযোগিতা করবে। অন্যদিকে, রাজ্যের প্রশাসনিক কর্মসংস্কৃতিকে জোরদার করতেও পদক্ষেপের পথে হাঁটছে রাজ্য সরকার। অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মীদের পুনর্নিয়োগ এবং বিভিন্ন জনবল সরবরাহকারী সংস্থার চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কড়া অবস্থান নিয়েছে শুভেন্দু নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার।

রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়ালের দপ্তর থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ভবিষ্যতে যথাসময়ে বিকল্প কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা না করে শুধুমাত্র নিয়মরক্ষার খাতিরে চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে না। একই সঙ্গে, অর্থ দফতরের পূর্বানুমোদন ছাড়া কোনও ধরনের পুনর্নিয়োগ বা মেয়াদ বৃদ্ধির ঘটনাকেও নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিভিন্ন সরকারি দপ্তর এবং তাদের অধীনস্থ অফিসগুলি প্রায়শই জনবল সরবরাহকারী সংস্থার চুক্তি বাড়ানো অথবা অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পুনর্নিয়োগের জন্য অর্থ দপ্তর ও কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তরের অনুমোদন চেয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে নির্ধারিত অনুমোদন ছাড়াই এই ধরনের নিয়োগ চালু রাখা হয়েছে বলেও সরকারের নজরে এসেছে। এই ধরনের প্রবণতা সরকারি চাকরিতে সমান সুযোগের নীতিকে ক্ষুণ্ণ করে, অধস্তন কর্মীদের পদোন্নতির পথ রুদ্ধ করে এবং আর্থিক শৃঙ্খলাকেও ব্যাহত করে বলেই রাজ্য সরকার মনে করছে। সেই কারণেই প্রতিটি দপ্তরের প্রধানকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কোনও কর্মী অবসর নেওয়ার অন্তত তিন মাস আগে থেকেই তাঁর বিকল্প নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। পাশাপাশি, জনবল সরবরাহকারী সংস্থার ক্ষেত্রেও নতুন নিয়োগের প্রক্রিয়া আগেভাগে সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট শূন্যপদের তালিকা প্রতি মাসে অর্থ দপ্তর ও কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তরের কাছে পাঠাতে হবে। বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে যে, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মীদের পুনর্নিয়োগ কোনও সাধারণ নিয়ম হতে পারে না। শুধুমাত্র বিশেষ পরিস্থিতিতে, উপযুক্ত বিকল্প না থাকলে অথবা জনস্বার্থে প্রয়োজন হলে এই ধরনের পুনর্নিয়োগের অনুমতি দেওয়া হবে। অনুমোদন ছাড়া কোনও নিয়োগ বা মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে অনুমোদন চাওয়া হলে তা নেতিবাচকভাবে দেখা হবে। এই নির্দেশিকা স্থানীয় প্রশাসনিক সংস্থা, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা, বিভিন্ন পর্ষদ এবং অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। নির্দেশ কার্যকর করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রধানদের উপর বর্তাবে।

নেট-জিরো লক্ষ্যে দ্বিমুখী কৌশল

১০০ গিগাওয়াট পারমাণবিক বিদ্যুতের লক্ষ্য, বায়ুশক্তি উৎপাদনে নতুন রেকর্ড

২২ জুলাই : বিকশিত ভারতের লক্ষ্য এবং ২০৭০ সালের মধ্যে ‘নেট-জিরো’ কার্বন নিঃসরণের উদ্দেশ্য পূরণে ২০৪৭ সালের মধ্যে ১০০ গিগাওয়াট পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে কেন্দ্র সরকার। কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৫-২৬-এ ঘোষিত ‘নিউক্লিয়ার এনার্জি মিশন’-এর অধীনে ২০৩৩ সালের মধ্যে অন্তত পাঁচটি দেশীয় ক্ষুদ্র মডুলার রিঅ্যাক্টর (এসএমআর) চালুর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে দেশে বায়ুশক্তি থেকে মোট ১০৬ বিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। একই সময়ে নতুন করে ৬,০৫৭ মেগাওয়াট বায়ুশক্তি উৎপাদন ক্ষমতা যুক্ত হয়েছে। লোকসভায় লিখিত উত্তরে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং জানান, ভাতা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার (বার্ক) বর্তমানে তিন ধরনের রিঅ্যাক্টর তৈরির কাজ করছে— ২২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ‘ভারত স্মল মডুলার রিঅ্যাক্টর’ (বিসএসএমআর-২০০), ৫৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার ‘এসএমআর-৫৫’ এবং হাইড্রোজেন উৎপাদনের জন্য সর্বাধিক ৫ মেগাওয়াট তাপশক্তিসম্পন্ন ‘হাই টেম্পারেচার গ্যাস কুলড রিঅ্যাক্টর’ (এইচটিজিসিআর)। সরকারের ‘শান্তি আইন, ২০২৫’-এর মাধ্যমে পারমাণবিক শক্তিক্ষেত্রে বেসরকারি অংশগ্রহণের পথ খুলে দেওয়া হয়েছে। এই আইনের আওতায় পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন, গবেষণা এবং প্রযুক্তি উন্নয়নে বেসরকারি সংস্থা ও যৌথ উদ্যোগকে উৎসাহ দেওয়া হবে। একই সঙ্গে, অ্যাটমিক এনার্জি রেগুলেটরি বোর্ডকে আইনি মর্যাদা দিয়ে স্বাধীনভাবে নিয়ন্ত্রক ভূমিকা পালনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সরকারি রোডম্যাপ অনুযায়ী, বর্তমানে দেশের পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৮.৭৮ গিগাওয়াট। চলমান প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণ হলে ২০৩১-৩২ সালের মধ্যে তা বেড়ে প্রায় ২২ গিগাওয়াটে পৌঁছবে। এরপর এনপিসিআইএল-এর

উদ্যোগে ২০৪৭ সালের মধ্যে আরও ৩২ গিগাওয়াট ক্ষমতা সংযোজনের পরিকল্পনা রয়েছে। বাকি ৪৬ গিগাওয়াট উৎপাদন করবে অন্যান্য সরকারি সংস্থা, রাজ্য সরকার, বেসরকারি শিল্প এবং যৌথ উদ্যোগ। মহারাষ্ট্রের তারাপুরকে বিএসএমআর-২০০ এবং এসএমআর-৫৫ প্রকল্পের জন্য অনুমোদিত স্থান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অন্যদিকে, হাইড্রোজেন উৎপাদনের উদ্দেশ্যে তৈরি এইচটিজিসিআর-এর জন্য বিশাখাপত্তনমে বার্কের কেন্দ্রকে বেছে নেওয়া হয়েছে। সরকার জানিয়েছে, পারমাণবিক নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। রিঅ্যাক্টরের নকশা, নির্মাণ ও পরিচালনায় বহুমাত্রিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনাও অ্যাটমিক এনার্জি রেগুলেটরি বোর্ডের নির্ধারিত কঠোর নিয়ম ও নির্দেশিকা মেনেই করা হচ্ছে। নিয়মিত নিরাপত্তা পর্যালোচনা ও পরিবেশ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হচ্ছে। এছাড়াও, গ্লোবাল উইন্ড এনার্জি কাউন্সিলের (জিডব্লিউইসি) ২০২৬ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বায়ুশক্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে বিশ্বের মধ্যে ভারতের স্থান চতুর্থ। লোকসভায় লিখিত উত্তরে কেন্দ্রীয় নবায়নযোগ্য শক্তি প্রতিমন্ত্রী শ্রীপাদ যেসো নায়েক জানান, চলতি বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত দেশে মোট বায়ুশক্তি উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে ৫৭,৪৪৩ মেগাওয়াট। রাজ্যভিত্তিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গুজরাট ১৬,০৮৬ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা নিয়ে দেশের শীর্ষে রয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে তামিলনাড়ু, যেখানে বায়ুশক্তি উৎপাদন ক্ষমতা ১২,২৭৩ মেগাওয়াট। কর্ণাটকে ৮,৮৯৬ মেগাওয়াট, মহারাষ্ট্রে ৬,৩১৮ মেগাওয়াট এবং রাজস্থানে ৫,৫১৬ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশে এই পরিমাণ ৪,৪৬১ মেগাওয়াট এবং মধ্যপ্রদেশে ৩,৬৮৬

মেগাওয়াট। বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও গুজরাট শীর্ষে রয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে রাজ্যটি ৩৩,৭০৬ মিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছে। তামিলনাড়ুতে উৎপাদন হয়েছে ২৪,২০০ মিলিয়ন ইউনিট, কর্ণাটকে ১৮,৮০৪ মিলিয়ন ইউনিট এবং অন্ধ্রপ্রদেশে ৮,৯০২ মিলিয়ন ইউনিট। গত তিন অর্থবর্ষে দেশে বায়ুশক্তি উৎপাদন ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। ২০২৩-২৪ এবং ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে যেখানে উৎপাদন ছিল ৮৩ বিলিয়ন ইউনিট, সেখানে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে তা বেড়ে ১০৬ বিলিয়ন ইউনিটে পৌঁছেছে। একই সময়ে নতুন বায়ুশক্তি প্রকল্প স্থাপনের গতি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নবায়নযোগ্য শক্তি খাতকে উৎসাহ দিতে কেন্দ্র সরকার একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ‘গ্রিন এনার্জি করিডর’ প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন সঞ্চালন লাইন ও উপকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। আন্তঃরাজ্য সৌর ও বায়ুশক্তি প্রকল্পের জন্য সঞ্চালন শৃঙ্খল ছাড়, বিদেশি বিনিয়োগে শতভাগ অনুমোদন, নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা এবং অফশোর বায়ুশক্তি প্রকল্পের জন্য বিশেষ আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এছাড়া, ২০২৩ সালে ‘ন্যাশনাল রিপাওয়ারিং অ্যান্ড লাইফ এক্সটেনশন পলিসি ফর উইন্ড পাওয়ার প্রোজেক্টস’ চালু করা হয়েছে। ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে অফশোর বায়ুশক্তি প্রকল্পের জন্য লিজ সংক্রান্ত নতুন নিয়ম কার্যকর হয়েছে। চলতি বছরের ১২ জুন প্রোটোটাইপ বায়ুচালিত টারবাইন স্থাপনের সংশোধিত নির্দেশিকাও জারি করেছে সরকার। সরকারের মতে, নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদনের পরিকাঠামো সম্প্রসারণ, সবুজ শক্তির সহজলভ্যতা এবং পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ ব্যবহারের প্রসারের মাধ্যমে ভারত জ্বালানি নিরাপত্তা ও টেকসই উন্নয়নের পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাচ্ছে।

পঞ্চদশ অর্থকমিশনে বরাদ্দ ২.৩৬ লক্ষ কোটি

২২ জুলাই : পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ২০২১-২৬ অর্থবর্ষে দেশের ২৮টি রাজ্যের গ্রামীণ স্থানীয় সংস্থাগুলির জন্য মোট ২ লক্ষ ৩৬ হাজার ৮০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। এর মধ্যে ইতিমধ্যে ২ লক্ষ ২১ হাজার ৮৮২ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা ছাড়া হয়েছে। নির্ধারিত যোগ্যতার শর্ত পূরণ না হওয়ায় প্রায় ১৪ হাজার ৯২২ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা এখনও অবমুক্ত হয়নি। রাজ্যসভায় লিখিত উত্তরে কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতি রাজমন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিং ওরফে লালন সিং জানান, পঞ্চায়েত ব্যবস্থা রাজ্যের অধীন বিষয় হলেও কেন্দ্র সরকার গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা (জিপিডিপি)-র মাধ্যমে বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনা ও উন্নয়নমূলক কাজের বাস্তবায়নে উৎসাহ দিচ্ছে। গ্রামসভাভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় প্রতি বছর এই পরিকল্পনা তৈরি করা হয় এবং তা ‘ই-গ্রামস্বরাজ’ পোর্টালে আপলোড করা হয়। তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে সারা দেশে মোট ২ লক্ষ ৬৪ হাজার ৪০৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ২ লক্ষ ৫৫ হাজার ২৬২টি, অর্থাৎ ৯৬.৫৪ শতাংশ পঞ্চায়েত তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা আপলোড করেছে। অন্ধ্রপ্রদেশে এই হার আরও বেশি— মোট ১৩ হাজার ৩২৭টি পঞ্চায়েতের মধ্যে *দ্বিতীয় পাতায়*

সম্পাদকীয়

ভারতের উন্নয়নের লক্ষ্য কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন নয়, বরং এমন একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা, যেখানে প্রশাসনিক দক্ষতা, সামাজিক কল্যাণ এবং মানবিক মূল্যবোধ একসঙ্গে বিকশিত হবে। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ উন্নয়ন, কৃষি, সমাজকল্যাণ এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলির অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছেন। সেখানে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, নাগরিকদের কল্যাণই সমস্ত সংস্কারের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। নিছক প্রশাসনিক পরিবর্তন বা নতুন প্রকল্প গ্রহণের মধ্যেই উন্নয়নের সাফল্য সীমাবদ্ধ নয়; বরং সাধারণ মানুষের জীবনে তার কতটা ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে, সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তির প্রসার, প্রধানমন্ত্রী কুসুম প্রকল্পের সম্প্রসারণ এবং আন্তর্জাতিক চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া সেই কারণেই তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, প্রধানমন্ত্রী যুবসমাজের ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বিশ্বের অন্যতম তরুণ জনসংখ্যার দেশ হিসেবে ভারতের সামনে একদিকে যেমন বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে,

তেমনই রয়েছে নানা চ্যালেঞ্জ। মাদকাসক্তির ক্রমবর্ধমান প্রবণতা, কর্মসংস্থানের পরিবর্তিত চাহিদা এবং প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য নতুন ধরনের দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা আজ স্পষ্ট। তাই প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সমন্বয় বাড়িয়ে যুবসমাজকে জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতে নিয়ে আসা অত্যন্ত জরুরি। একই সঙ্গে ক্রীড়া, পর্যটন এবং উদ্ভাবনের ক্ষেত্রেও নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তার কথা উঠে এসেছে। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজক হিসেবে ভারতকে প্রতিষ্ঠিত করার পাশাপাশি প্রযুক্তি ও স্টার্ট-আপের মাধ্যমে এই ক্ষেত্রকে আরও শক্তিশালী করার পরিকল্পনা ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে, উত্তর ম্যাসিডোনিয়ায় মহাত্মা গান্ধীর আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন করে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বিশ্বমঞ্চে ভারতের সাংস্কৃতিক ও নৈতিক ঐতিহ্যের বার্তা তুলে ধরেছেন। যখন বিশ্বজুড়ে সংঘাত, অসহিষ্ণুতা এবং বিভাজন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন সত্য, অহিংসা এবং সহমর্মিতার মতো মূল্যবোধ নতুন তাৎপর্য লাভ করছে। উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের পথে এগিয়ে চলার পাশাপাশি এই মানবিক আদর্শগুলিকে ধরে রাখাই হবে আগামী ভারতের সবচেয়ে বড় সাফল্য। একটি প্রকৃত বিকশিত রাষ্ট্র কেবল অর্থনৈতিক শক্তিতে নয়, মূল্যবোধ ও মানবিকতার ভিত্তিতেও নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে।

বাম উগ্রবাদ বিরোধে জোর

২২ জুলাই : বামপন্থী উগ্রবাদ (এলডব্লিউই) মোকাবিলায় নিরাপত্তা, উন্নয়ন এবং স্থানীয় মানুষের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কেন্দ্র সরকার ২০১৫ সালে ‘জাতীয় নীতি ও কর্মপরিকল্পনা’ গ্রহণ করে। সেই নীতির আওতায় উগ্রবাদপ্রবণ এলাকাগুলিতে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ, শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই জানান, প্রাক্তন অত্যন্ত উগ্রবাদপ্রবণ জেলাগুলিতে জনপরিকাঠামোর ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে ২০১৭ সালে ‘স্পেশাল সেন্ট্রাল অ্যাসিস্ট্যান্স’ (এসসিএ) প্রকল্প চালু

করা হয়। প্রকল্পের সূচনা থেকে এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন রাজ্যকে মোট প্রায় ৪,২৮২ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। উন্নয়নমূলক উদ্যোগের অংশ হিসেবে ‘রোড রিকোয়ারমেন্ট প্ল্যান’ এবং ‘রোড কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট ফর এলডব্লিউই অ্যাফেক্টেড এরিয়াস’-এর অধীনে মোট ১৫ হাজার ১৮৯ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে উগ্রবাদপ্রবণ অঞ্চলে ৯,৪৯৭টি মোবাইল টাওয়ার চালু করা হয়েছে।

দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে ৪৭টি শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (আইটিআই) এবং ৪৯টি স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে উন্নত শিক্ষার সুযোগ বাড়াতে ১৭৯টি একলব্য মডেল

আবাসিক বিদ্যালয় ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রেও একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ডাক বিভাগ বামপন্থী উগ্রবাদপ্রবণ জেলাগুলিতে ব্যাংকিং পরিষেবাসহ ৬,০২৫টি ডাকঘর চালু করেছে। পাশাপাশি, সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত জেলাগুলিতে ১,৮০৪টি ব্যাংক শাখা এবং ১,৩২১টি এটিএম স্থাপন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের দাবি, নিরাপত্তা ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচির ধারাবাহিক বাস্তবায়নের ফলে গোটা দেশ বামপন্থী উগ্রবাদের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে সংঘাত-কবলিত এলাকাগুলিতে এখন সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে বলে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

স্মারক বক্তৃতার প্রস্তাব

২২ জুলাই : মালদা জেলাকেন্দ্রিক ইতিহাসচর্চাকে এক অন্য উচ্চতায় তুলে ধরেছেন তিনি। এবার ড.তুষার কান্তি ঘোষের স্মরণে স্মারক বক্তৃতা আয়জনের প্রস্তাব করা হলো গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কাছে। তার আদর্শে অনুপ্রাণিত সমাজ সেবামূলক সংস্থা আভা-র বার্ষিক মেধাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে এই প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে করা হয়। এবছর ড.তুষার কান্তি ঘোষ মেধাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রায় কুড়ি জন সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীকে এই বৃত্তি প্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষিকা স্বাগতা গুহনিয়োগী, অধ্যাপক শ্বষি ঘোষ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিভাগের সৌমেন্দু রায়, ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্টস অফিসার রবীন্দ্রনাথ কর্মকার প্রমুখ। আভা-র অন্যতম কর্ণধার ও অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা আদর্শ মিশ্র বলেন, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে তুষার কান্তি ঘোষের গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে তোলার জন্যই আজকে এই স্মারক বক্তৃতার প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে পাঠানো হয়েছে।

৬-জি প্রযুক্তিতে

ভারতের অগ্রযাত্রায়

বাড়ল সদস্য সংখ্যা

২২ জুলাই : আগামী প্রজন্মের টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি ৬জি-র ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান আরও শক্তিশালী করতে দ্রুত এগোচ্ছে ‘ভারত ৬জি অ্যালায়েন্স’ (বি৬জিএ)। শিল্প ও শিক্ষাক্ষেত্রের যৌথ উদ্যোগে গঠিত এই সংগঠনের সদস্যসংখ্যা ২০২৬ সালের ১৫ জুলাই পর্যন্ত বেড়ে ৯০-এ পৌঁছেছে। টেলিকম পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা, যন্ত্র নির্মা্তা, স্টার্ট-আপ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-সহ টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রের বিভিন্ন অংশীদার এই জোটের অন্তর্ভুক্ত। লোকসভায় লিখিত উত্তরে কেন্দ্রীয় যোগাযোগ ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রশেখর পেন্মাসানি জানান, ৬জি প্রযুক্তি, স্পেকট্রাম, বিভিন্ন ব্যবহার, যন্ত্রাংশ, পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি এবং আন্তর্জাতিক প্রচারের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র নিয়ে ভারত ৬জি অ্যালায়েন্স সাতটি কর্মীগোষ্ঠী গঠন করেছে। শিল্প, শিক্ষাজগৎ এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে দেশীয় গবেষণা, উদ্ভাবন এবং মেধাস্বত্বের পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করাই এই জোটের মূল লক্ষ্য। অ্যালায়েন্সের স্পেকট্রাম বিষয়ক কর্মীগোষ্ঠী ইতিমধ্যেই ‘স্পেকট্রাম রোডম্যাপ ফর ৬জি ইন ইন্ডিয়া’ শীর্ষক একটি প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। পাশাপাশি, টেলিযোগাযোগ দফতরও সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির সঙ্গে আলোচনা করে ৬জি পরিষেবার জন্য পৃথক স্পেকট্রাম রোডম্যাপ প্রকাশ করেছে। ৬জি প্রযুক্তির গবেষণায় উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে ‘ডিজিটাল ভারত নিধি’-র আওতায় টেলিকম টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট ফান্ড থেকে কলকাতার ‘সোসাইটি ফর অ্যাপ্লায়েড মাইক্রোওয়েভ ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড রিসার্চ’-এ একটি ৬জি টেরাহার্টজ পরীক্ষাগার গড়ে তোলার জন্য তিন বছরের প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। এই প্রকল্পে সহযোগী হিসেবে রয়েছে আইআইটি মাদ্রাজ, আইআইটি গৌহাটি এবং আইআইটি পাটনা। ইন্ডিয়া মোবাইল কংগ্রেস ২০২৫-এ এই প্রকল্পের অধীনে উচ্চ-গতির ডেটা সংযোগের সফল প্রদর্শন করা হয়েছে বলেই অভিমত ওয়াকিবহাল মহলের

তরল সোনা

প্রথম পাতার পরে

বলেও মনে করা হচ্ছে। একই সঙ্গে, তেল ও গ্যাস উৎপাদন থেকে প্রাপ্ত রয়্যালটি রাজ্যের আয় বাড়াতো সাহায্য করবে। গণপরিবহণ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণে আরও এক ধাপ এগোল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। আগামী ২১ জুলাই থেকে কলকাতা ও শহরতলির ২৪টি রুটে ৫০টি নতুন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস পরিষেবা চালু হতে চলেছে। এর মধ্যে ৪৭টি বাস সিএনজি-চালিত এবং তিনটি সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক। নতুন বাসগুলি কলকাতা বিমানবন্দর, হাওড়া, গড়িয়া, ধর্মতলা, সল্টলেক, ব্যারাকপুর, ডানকুনি, বারুইপুর, ডায়মন্ড হারবার এবং জোকার মতো গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করবে। রাজ্য সরকারের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা অনুযায়ী, ধাপে ধাপে ডিজেলচালিত বাসের পরিবর্তে পরিবেশবান্ধব সিএনজি ও বৈদ্যুতিক বাসের সংখ্যা বাড়ানো হবে। পরিবহণ দফতরের এই উদ্যোগের ফলে দূষণ কমার পাশাপাশি যাত্রীদের আরও আরামদায়ক ও আধুনিক পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে বলে মনে করা হচ্ছে। একই সঙ্গে, নগর পরিবহণ ব্যবস্থাকে টেকসই ও পরিবেশবান্ধব করে তোলার লক্ষ্যেও এই পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

পঞ্চদশ অর্থকমিশন

প্রথম পাতার পরে

১৩ হাজার ৩২০টি, অর্থাৎ ৯৯.৯৫ শতাংশ। ই-গ্রামস্বরাজ এবং পাবলিক ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (পিএফএমএস)-এর মাধ্যমে অনলাইন অর্থ লেনদেনেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে দেশজুড়ে ৩২ হাজার ৭৬২ কোটি টাকার বেশি অনলাইন পেমেন্ট অনুমোদিত হয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশে এই পরিমাণ ১ হাজার ৫৭৫ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের জন্য মোট ১৭ হাজার ১৯৯ কোটি টাকা নির্ধারিত হয়েছিল। এর মধ্যে ইতিমধ্যে ১৬ হাজার ৯৩০ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা মুক্তি দেওয়া হয়েছে। অবমুক্ত অর্থের পরিমাণ ২৬৮ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা। উত্তরপ্রদেশ, অসম, কেরল, মিজোরাম ও ত্রিপুরা-সহ কয়েকটি রাজ্য সম্পূর্ণ বরাদ্দ পেয়েছে। কেন্দ্র সরকার ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত ‘স্ট্যাটিস অব ডেভলিউশন টু পঞ্চায়েতস ইন স্টেটস—অ্যান ইন্ডিকেটিভ এন্ডিডেন্স-বেসড র‍্যাঙ্কিং, ২০২৪’ শীর্ষক প্রতিবেদনের কথাও উল্লেখ করেছে। ওই প্রতিবেদনে পঞ্চায়েতগুলিতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সামগ্রিক সূচক ৩৯.৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪৩.৯ শতাংশে পৌঁছেছে।



দল বদলু

(আগামী সংখ্যায়)